দোমোহনিতে দুঃস্বপ্ন

আতঙ্কে অস্থির যাত্রীরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : তখনও ঘড়িতে বিকেল ৫টা বাজেনি। দিনের আলো কমে এসেছে। হঠাৎই সাংঘাতিক জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে ট্রেন। তারপরই এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসতে থাকে আর্তনাদ। বগি উলটে-পালটে যাওয়ার ঠিক পরের কয়েক মুহূর্তের কথা যাত্রীদের কারও সেভাবে মনে নেই। যতজনের সঙ্গে কথা বলা হল, অপরিসীম আতঙ্কে সকলেই কার্যত ট্রমায় রয়েছেন। কী ঘটেছে, ঘটনাপরম্পরা, ঠিকভাবে মনে করতে পারছেন না কেউই। সকলের মুখে একটাই কথা, 'কোনওমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' সকলের চোখেমুখে একটাই উদ্বেগ, 'আতঙ্ক কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই হল।'

বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট টাইম টেবিল মেনেই চলছিল বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। নিউ জলপাইগুড়ি ছাড়ার পর দ্রুতগতিতে ছুটছিল ট্রেনটি। কোচবিহারের ঢাংটিংগুড়ির বাসিন্দা ত্রিনাথ বর্মন, স্ত্রী স্বপ্না বর্মনকে নিয়ে ওই ট্রেনের এস৯ কামরায় ছিলেন। ত্রিনাথবাবু বলেন, 'তখন দিনের আলো কমে এসেছে। হঠাৎই জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে ট্রেন। তার পর গোটা ট্রেন থেকে ভেসে আসে আর্তনাদ। কী হয়েছে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। তার পর ট্রেন থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে থাকেন কামরার যাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে যায়। ফলে কামরার মধ্যে ঠিক কতজন আটকে রয়েছেন তা বোঝা যায়নি।'

ট্রেনের আরেক যাত্রী অজিত বর্মন বলেন, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার পর হকারের থেকে চা খাই। আমাদের কোচবিহার স্টেশনে নামার কথা ছিল। দোমোহনি স্টেশনও ঠিকমতোই পার হয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাদের সঙ্গে থাকা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত আছেন।'

ট্রেনের গার্ড একে চট্টোপাধ্যায় ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট গতিবেগেই ট্রেনটি ছুটছিল। চালকের সঙ্গেও যোগাযোগ হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। হঠাৎ ট্রেনটি কেঁপে ওঠে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না।'

এদিকে, দুর্ঘটনার পর ক্ষিপ্ত যাত্রীদের অনেকেই দুষছেন রেলের সামগ্রিক ব্যবস্থাকেই। ওই ট্রেনেরই যাত্রী সস্মিত রাঠি বলেন, 'রেলের বিন্দুমাত্র যাত্রীসুরক্ষা নেই। যদি তা থাকত, তা হলে আজ এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনা এড়াতে রেল প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছে।'

তাপস সরকার নামে এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দুর্ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু ঘটনাস্থলে তখন দমকলের সামান্য কয়েকজন উদ্ধারকারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পক্ষে এতজন জখম যাত্রীকে উদ্ধার করা ছিল কার্যত অসম্ভব কাজ। এজন্য যাত্রীদের সকলেই কৃতজ্ঞ এলাকার বাসিন্দাদের কাছে। তাঁরা বলছেন, স্থানীয় বাসিন্দারা যদি উদ্ধারকাজে না নামতেন, তাহলে সমস্যা আরও বাড়ত।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রী ঝুমা বিশ্বাস বলেন, 'কোনওক্রমে প্রাণ বেঁচেছে। তবে সব লাগেজ হারিয়ে গিয়েছে। কোথায় গেলে কীভাবে সমস্যার সুরাহা হবে, বুঝতেই পারছি না।'

কেঁপে উঠে বাঁদিকে উলটে গেল ট্রেন

গৌতম বর্মন, আহত যাত্রী

আমার বাড়ি কোচবিহার জেলায়। জয়পুরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ট্রেনের এস নাইন কামরায় আমার সিট ছিল। গোটা রাস্তায় ভালোই আসছিলাম। তিস্তা সেতুও পার হয়ে গেল। ভাবলাম আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব। হঠাৎ বিকট শব্দ। অনেকটা বোমা বিস্ফোরণের মতো। গোটা ট্রেনটি কেঁপে উঠে বাঁদিকে উলটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধুলোয় ঢেকে গেল বগির ভেতরটা। আতঙ্কে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। কী যে করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গে ট্রেনে আমার স্ত্রী ও পাঁচজন আত্মীয় ছিল। তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওরা কেউ বেঁচে আছে কি না, সেটাও তো বুঝতে পারছিলাম না। বাইরের দিকে বেরোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি বের হতে পারছি না। ট্রেনের বিভিন্ন অংশ এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে আমি ভেতরে আটকে গিয়েছি।

প্রথমে ভেবেছিলাম ট্রেনলাইনে বিস্ফোরণ হয়েছে। চারদিক থেকে শুধুই কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল কানে। আমার পায়ের নীচের অংশ সিট ভেঙে আটকে ছিল। অনেক পরে বুঝতে পারি আমাদের ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছে। বগিগুলো উলটে-পালটে গিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেনের মধ্যে আটকেছিলাম। শরীরের বিভিন্ন অংশে তখন অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছিল মরেই যাব। খালি ভগবানকে ডাকছিলাম।

কয়েকজন সহযাত্রী সেনাবাহিনীর মেডিকেল টেস্টের জন্য নাগাল্যান্ড যাচ্ছিলেন। তাঁরাই প্রথমে আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আসেন। বেঁচে ফিরব কি না জানতাম না। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন আমাকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। ট্রেন থেকে আমাকে নীচে নামানোর পর পরিবারের লোকেদের দেখতে পাই। ওদের সবারই অল্পবিস্তর চোট লেগেছে। কিন্তু সকলেই বেঁচে আছে। এটাই বড় কথা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। আর কোনওদিন ট্রেনে চাপব কি না, বলতে পারছি না।

(অনুলিখন : অভিরূপ দে)

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে যাত্রীদের। ছবি : শুভদীপ শর্মা ও অভিরূপ দে।

আজ আসছেন রেলমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ির দোমোহনির কাছে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার জেরে শুক্রবার ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। ইতিমধ্যেই রেলের তরফে মৃত, গুরুতর জখম ও অল্প আহতদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের এক লক্ষ টাকা ও সামান্য আহতদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রেলমন্ত্রক।

শুক্রবার রেলমন্ত্রী বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে সড়কপথে ঘটনাস্থলে যাবেন। এদিকে, এদিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন সন্ধ্যায় দোমোহনি পৌঁছে ঘটনাস্থলে যান প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। এদিন, দোমোহনি পৌঁছে গৌতম দেব বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি। রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কর্তারা ঘটনাস্থলে আছেন। যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে নির্দেশ এসেছিল যাতে পুরো বিষয়টি ঘটনাস্থলে গিয়ে মনিটরিং করা হয়, সেই কারণেই আমি ঘটনাস্থলে এসেছি।'

দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট এদিন জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশন থেকে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এনডিআরএফের দুটি বিশেষ টিমকে দিল্লি থেকে পাঠানো হচ্ছে। রেলমন্ত্রী ঘটনাস্থলে যাবেন। এছাড়া সংসদীয় প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যাবে।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানিয়েছেন, ময়নাগুড়িতে গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পর উদ্ধারকাজ ও ত্রাণের বিষয়টি দেখাশোনা করছেন সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও আইজি নর্থবেঙ্গল। দুর্ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা থেকে পুরো বিষয়টি নজর রাখা হচ্ছে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এদিন জানিয়েছেন, সিপিএম নেতা, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

এদিকে, এমনিতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রক্তের সংকট চলছে, তাঁর মধ্যে দোমোহনির রেল দুর্ঘটনায় যত মানুষ জখম হয়েছেন তাঁদের অনেককেই এদিন মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রচুর রক্তেরও প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে দুর্ঘটনায় জখমদের যাতে রক্তের সমস্যা না হয় সেজন্য বৃহস্পতিবার রাতেই ১৫ জন ডোনারকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে বৃহস্পতিবার লাইনচ্যুত হয়ে যায় পাটনা-গুয়াহাটি বিকানের এক্সপ্রেস। এর জেরে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল বা রুট পরিবর্তন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এছাড়া এনজেপিতেও রেলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে।

১ এনজেপি থেকে গুয়াহাটিগামী ৯টি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। এনজেপি-ময়নাগুড়ি রুটের বদলে সেবক, নিউ মাল, আলিপুরদুয়ার হয়ে ওই ট্রেনগুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

২ ১২৩৪৬ ডাউন সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১২৫০৫ ডাউন কামাখ্যা-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস, ১২৫২০ ডাউন কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, ১৫৬৩২ ডাউন গুয়াহাটি-বাড়মের এক্সপ্রেস, ২০৫০২ আপ তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৩১৭৩ আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৫৯১০ আপ অবধ-আসাম এক্সপ্রেস, ১২৫০৭ আপ ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল-শিলচর এক্সপ্রেস, ২২৪৫০ আপ নিউ দিল্লি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ঘুরপথে চলছে।

৩ ১৩১৪৭/১৩১৪৮ শিয়ালদা-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এনজেপি এবং শিয়ালদহের মধ্যে চলাচল করবে।

৪ এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদের জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বর – ৯০০২০৪১৯৫৫, ৯০০২০৪১৯৫১।

৫ এনজেপি থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন এবং রেলকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

৬ এনজেপি জিআরপি এবং আরপিএফের একটি করে দল এবং স্নিফার ডগ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

৭ এনজেপিতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য মেডিকেল টিম এবং পুলিশের ব্যবস্থা।

৮ এনজেপিতে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্য জলের ব্যবস্থা।

৯ নিউ জলপাইগুড়ি রেল হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০ অ্যালার্ট করা হয় শিলিগুড়ির সব থানাকে। যে কোনও প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠাতে প্রস্তুত শিলিগুড়ি পুলিশ।

১১ শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ১৫ জন রক্তদাতাকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়া হয়।

১২ শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়েছে।

১৩ ফুলবাড়ির মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল দুর্ঘটনাগ্রস্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা ঘোষণা করেছে।

১৪ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে একটি মেডিকেল ভ্যান পাঠানো হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ২০টি অ্যাম্বুল্যান্স ও ৩০ জনের সিভিল ডিফেন্স টিম ঘটনাস্থলে পাঠায়।

১৫ বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল ও ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেও চিকিৎসার ব্যবস্থা।

এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা। ছবি : সূত্রধর

এনজেপিতে বারবার ঘুরেফিরে আসছিল গাইসালের কথা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কেউ চোখেমুখে উদ্বেগ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে রয়েছেন। কেউ কেউ রেলের ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন কখন আসবে, তার খোঁজ নিচ্ছেন। দোমোহনিতে গুয়াহাটি-বিকানের ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের চেনা ছবিটাই পালটে যায়। ঘুরপথে ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছোনো যাবে কি না তা নিয়েই মূলত যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা এনজেপিতে এদিনের ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনায় ঘুরেফিরে আসছিল গাইসালের কথা। অনেকেরই বক্তব্য, গাইসালের পর এত বড় দুর্ঘটনা উত্তরবঙ্গে আর ঘটেনি।

অবধ-আসাম এক্সপ্রেসকে ঘুরপথে পাঠিয়ে দেওয়ার পরই নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ঢোকে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস। স্টেশনের মাইকে ঘোষণা হয়, এই ট্রেনটিও শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে চালানো হবে। এতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পান এনজেপিতে থাকা যাত্রীদের অনেকে। কেউ কেউ বলছিলেন, অন্তত কিছুটা দেরিতে হলেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারা যাবে। কিন্তু সময় যত গড়ায়, উদ্বেগও ততই বাড়তে থাকে। কেননা, নয়টি ট্রেন ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ফলে কখন কোন ট্রেন স্টেশনে পৌঁছোবে, বুঝতে পারছেন না কেউই। কোনও ট্রেন রাত পর্যন্ত বাতিল না হওয়ায় বাড়ি বা হোটেলে ফিরে যাওয়ার কথাও কেউই ভাবতে পারছিলেন না। যদিও রেলের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন খোলার পাশাপাশি পানীয় জল এবং খাবারের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কলকাতার কৈখালির বাসিন্দা বিনোদ রজক জানতে চাইলেন সরাইঘাট এক্সপ্রেস কখন আসবে? তেমন সদুত্তর না পেয়ে বললেন, 'জানি না সারারাত স্টেশনে বসে থাকতে হবে কি না।' একই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করল স্টেশনে থাকা বাকি যাত্রীদের মধ্যেও। পশ্চিম সিকিমের সোরেনের এক বাসিন্দা আগরতলা যাওয়ার জন্য তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের ১-এ প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে-মাইকে এই ঘোষণা হতেই তিনি বললেন, 'স্টেশনে রাত কাটাতে হবে না ঠিকই। কিন্তু রাতে দু'চোখ বন্ধ করতে পারব না। ভয় নিয়েই ট্রেনে উঠছি।'

কামাখ্যা-মুম্বই লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের জন্য স্টেশনে সপরিবার অপেক্ষা করছিলেন খালপাড়ার বিনোদ গুপ্তা। তাঁর কথায়, 'ট্রেন বাতিলের কথা তো কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু ট্রেন কখন আসবে, সেও তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রেলের তরফেও কিছু বলা হচ্ছে না। স্পষ্ট করে কিছু জানতে পারলে এবং খুব বেশি দেরি হলে বাড়ি চলে যেতাম।'

মোবাইলে রেলের সাইটে গিয়ে নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসের লাইভ স্ট্যাটাস দেখছিলেন ব্যবসায়িক কাজে শিলিগুড়িতে আসা অঙ্কিত জয়সওয়াল। তিনি বললেন, 'গাইসালের কথা সামনে নিয়ে এল বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা।' অন্য ট্রেনের জন্য এনজেপিতে ভিড় করা যাত্রীদের বক্তব্যেও বারবার ফিরে আসছিল গাইসাল।